মাহবুব আলম পেশায় একজন সাংবাদিক। আশির দশকে 'দৈনিক দেশ বাংলা' ও 'সাপ্তাহিক নতুন কথা' দিয়ে সাংবাদিকতা শুরু করেন। এরপর আজকের কাগজে প্রথমে চিফ রিপোর্টার পরে সিটি এডিটর এবং 'বাংলা ভিশন', 'যায়যায়দিন' ও 'ভোরের ডাক'-এ নিউজ এডিটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে 'এবি নিউজ টোয়েন্টি ফোর বিডি ডট কম' ও 'তাস টেলিভিশন'-এর উপদেষ্টা সম্পাদক।

সাংবাদিকতার পাশাপাশি রাজনীতিতেও সক্রিয় ছিলেন দীর্ঘদিন। ১৯৭০ সালে নারিন্দা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্রাবস্থায় 'পাকিস্তান দেশ ও কৃষ্টি' নামের একটি বই বাতিলের দাবিতে স্কুল ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আন্দোলনে অংশ নেন। ছাত্র আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট হন। প্রথমে ছাত্র ইউনিয়ন পরে বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের সক্রিয় কর্মী।

স্বাধীনতাত্তোর রাজনীতিতে সংগঠক হিসেবে নিরবচ্ছিন্ন থেকেছেন নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পরও। ১৯৮০-তে বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির ঢাকা মহানগর কমিটিতে ও চার বছর পর ১৯৮৪-তে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি এরশাদ সামরিক জান্তা বিরোধী গণআন্দোলনে ঢাকা মহনগরীর অন্যতম সংগঠক ছিলেন। বর্তমানে বাংলাদেশর কমিউনিস্ট পার্টি– সিপিবি'র সদস্য। এছাড়াও জাতীয় প্রেস ক্লাব ও ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির স্থায়ী সদস্য।

সাংবাদিকতার পাশাপাশি লেখক হিসেবেও তিনি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। 'প্রাসাদ হত্যাকাণ্ড ও নেপালের রাজনীতি' এবং 'নেপাল : রাজতন্ত্র থেকে প্রজাতন্ত্র' নামের দুইটি গবেষণা গ্রন্থ তার বহুল আলোচিত। তার প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ১৫।
'তালেবান শাসন: আফগান ইতিহাসের পুনঃপাঠ তার ১৬তম বই।

আফগানিস্তান নিয়ে আমাদের দেশের মানুষের মধ্যে কৌতূহল দীর্ঘদিনের। মাহবুব আলমের লেখা 'তালেবান শাসন : আফগান ইতিহাসের পুনঃপাঠ' বইটি সেই কৌতূহল অনেকখানি নিবৃত্ত করবে। লেখক তার বইয়ের ভূমিকায় বেশ জোরের সাথে এই কথা বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন, এই বই আফগান জাতির বীরোচিত লড়াই সংগ্রামের বিষয়ে নতুন প্রজন্মকে চিন্তার নতুন খোরাক জোগাবে। লেখকের এই বক্তব্যের সঙ্গে আমি একমত।

আমার বিশ্বাস, পাঠক- যিনি এই বইটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়বেন, তিনিও লেখকের সাথে একমত হবেন।

আমি বইটির পাঠকপ্রিয়তার বিষয়ে আশাবাদী।

এম. সহিদুল ইসলাম
প্রকাশক

তালেবান শাসন

আফগান ইতিহাসের পুনঃপাঠ

মাহবুব আলম

মৃদুল প্রকাশন

তালেবান শাসন
আফগান ইতিহাসের পুনঃপাঠ
মাহবুব আলম

প্রকাশক
এম. সহিদুল ইসলাম
মৃদুল প্রকাশন
প্রধান সমন্বয়ক : সম্রাট শাহজাহান
৩৭৬ পূর্ব রামপুরা, ঢাকা-১২১৯
সেল ফোন : ০১৭৪৮-৪৫৯২৭০, ০১৭১৫৩৪৩৮৫৮
E-mail : mridulprokashon@gmail.com
Website : www.mridulprokashon.com

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি : ২০২২

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
সম্রাট শাহজাহান

কম্পিউটার
রাইন কম্পিউটার

মুদ্রণে
তাহের বাইন্ডিং এন্ড প্রিন্টিং

পরিবেশক
জ্যোতি প্রকাশ, বিশ্ব সাহিত্য ভবন, তরফদার প্রকাশনী, গণ প্রকাশন, টাঙ্গন

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি.com www.rokomari.com/mridulprokashon
সেইবই www.sheiboi.com/Pages/Login.html
facebook/mridulprokashon

মূল্য : ৳ ৩৭৫.০০
তিনশত পঁচাত্তর টাকা
US $ 10.00

TALEBAN SHASHON
Afgan Itihasher Punapat
Written by Mahbub Alam
Published by Mridul Prokashon
376 East Rampura, Dhaka-1219
Dhaka-1000, Bangladesh
ISBN : 978-984-95916-3-4

লেখকের আরো বই

রাজনৈতিক সংস্কৃতি, গণমাধ্যাম ও আমজনতা
তৃণমূল থেকে দেখা ভারতের নির্বাচন
প্রাসাদ হত্যাকাণ্ড ও নেপালের রাজনীতি
নেপাল: রাজতন্ত্র থেকে প্রজাতন্ত্র
হে প্রিয় হে সখা (উপন্যাস)
লাল নিশান (উপন্যাস)
করমন্ডল এক্সপ্রেসে ৬০ ঘণ্টা
বাড়ির পাশে বিদেশ
গণমানুষের দেশে
মওলানা ভাসানী
কালের খণ্ডচিত্র
করোনা যুদ্ধ ও ষড়যন্ত্র তত্ত্ব
করোনাকালের সাম্প্রদায়িকতা ও রাজনৈতিক বিদ্বেষ
করোনা মহামারি ও নয়া কোল্ড ওয়ার

ভূমিকা

আফগানিস্তান নিয়ে আমাদের দেশের মানুষের মধ্যে কৌতূহল দীর্ঘদিনের। বিশেষ করে যারা কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কাবুলিওয়ালা' গল্প আর সৈয়দ মুজতবা আলীর 'দেশে বিদেশে' ও 'শবনাম' পড়েছেন। এই কৌতূহল আরো বেড়েছে ৮০ ও ৯০ দশকে, যখন আমাদের দেশের পত্র-পত্রিকায় পশ্চিমা সংবাদ মাধ্যমের বিকৃত ও আধাবিকৃত তথ্যের উদ্বৃতি দিয়ে আফগানিস্তান সম্পর্কে দিনের পর দিন সংবাদ পরিবেশন করে। ১৯৯৬ সালে আফগানিস্তানে তালেবানদের ক্ষমতা দখলের পর এই কৌতূহল আরো বৃদ্ধি পায়। কিন্তু কৌতূহল নিবৃত্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় কোনো পদক্ষেপ বা উদ্যোগ নেয়া হয়নি। বরং উল্টো ঘটনা ঘটেছে। আমাদের দেশের এক শ্রেণির সাংবাদিক, লেখক ও বুদ্ধিজীবীরা পশ্চিমা সংবাদ মাধ্যমের অর্ধসত্য ও অর্ধবিকৃত তথ্য পশ্চিমা দৃষ্টিকোণ থেকে (উপনিবেশিক মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গী) বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। ফলে আফগানিস্তান সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। জনমনে এমন একটা ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যে, আফগানিস্তান একটা পশ্চাৎপদ, গরিব, ফকির, সম্পদবিহীন, বিদেশি সাহায্য নির্ভর দেশ। ওই দেশের মানুষ অশিক্ষিত বর্বর। কিন্তু সত্যিই কি তাই? না, মোটেও তা নয়। বরং আফগানিস্তান একটা ঐতিহ্যমণ্ডিত প্রাচীন সভ্যতার সম্পদশালী দেশ। স্বাধীনতার জন্য নিরন্তর লড়াই সংগ্রামের দেশ।

সাম্রাজ্যবাদী যুগে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ চার চার বার আফগানিস্তান দখলের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। আফগানিস্তান দখলের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে জার সাম্রাজ্যও। আর সর্বশেষ বর্তমান বিশ্বের একনম্বর পরাশক্তি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পরিণতি তো বিশ্ববাসীর সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের মানুষও প্রত্যক্ষ করলো।

বিষয়বস্তু

ভূমিকা ১৩

পর্ব-১ : ভৌগলিক অবস্থান, জাতিগোষ্ঠী ও ভাষা .... ১৭ - ২৪
- মধ্যভাগের পার্বত্যভূমি ১৭
- দক্ষিণের মালভূমি ১৮
- উত্তরের সমভূমি ১৮
- জলবায়ু ১৯
- নদী ও জলাশয় ২০
- প্রাণী ও জীবজন্তু ২২
- জাতিগোষ্ঠী ও ভাষা ২২
- জনসংখ্যা ২৩

পর্ব-২ : ইতিহাস .... ২৭ - ৪২
- আরবদের অভিযান ৩০
- দুররানি সাম্রাজ্য ৩৩
- প্রথম ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধ ৩৫
- দ্বিতীয় ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধ ৩৭
- তৃতীয় ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধ ৩৯
- আফগানিস্তানের প্রথম সংবিধান ৩৯
- আমানুল্লাহ খানের সংস্কার প্রচেষ্টা ৪০

পর্ব-৩ : রাজনৈতিক আন্দোলন .... ৪৫ - ৮৪
- ছাত্র বিক্ষোভ ও গণআন্দোলন ৪৭
- রাজতন্ত্রের অবসান ৪৮
- এপ্রিল বিপ্লব ৫০
- তারাকি হত্যা ও হাফিজুল্লাহ আমিনের ক্ষমতা দখল ৫৪
- এপ্রিল বিপ্লবের মূল্যায়ন ৫৬
- মুজাহিদিনদের ক্ষমতা দখল ৭৩
- যেভাবে লড়াই শুরু ৭৫
- তালেবানদের উত্থান ৭৭
- তালেবানদের আফগান বিজয় ৮০
- তালেবান প্রতিষ্ঠার ঘোষণা ৮৩

পর্ব-৪ : তালেবান শাসন .... ৮৭ - ৯৯
- তালেবানদের প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থা ৮৮
- বেয়াদপ বেআব্রু মেয়েদের জন্য সতর্কতা ৯২
- সঙ্গীত নিষিদ্ধকরণের সতর্কতা ৯২
- দাড়ি কামানোর বিরুদ্ধে সতর্কীকরণ ৯৩
- পায়রা পোষা ও পাখির খেলা নিষিদ্ধ ৯৩
- ঘুড়ি ওড়ানোর বিরুদ্ধে সতর্কীকরণ ৯৩
- মূর্তি পুজার বিরুদ্ধে সতর্কীকরণ ৯৩
- জুয়া খেলা নিষিদ্ধ ৯৩
- হেয়ার স্টাইলের বিরুদ্ধে সতর্কীকরণ ৯৩
- নদীতে মেয়েদের কাপড় কাঁচা নিষিদ্ধ ৯৪
- বিয়ের উৎসবে নাচ-গান নিষিদ্ধ ৯৪
- মেয়েদের পোশাকের মাপ নেয়া নিষিদ্ধ ৯৪
- জাদুবিদ্যা নিষিদ্ধকরণের সতর্কতা ৯৪
- নামাজের সময় সকল কাজ কর্ম স্থগিত ৯৪

পর্ব-৫ : আফগানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের বোমা হামলা ও দখল .... ১০৩ - ১৩৫
- হামিদ কারজাইয়ের নেতৃত্বে সরকার গঠন ১০৭
- প্রেসিডেন্ট আশরাফ ঘানির কাবুল ত্যাগ ১০৮
- আবারো তালেবানদের ক্ষমতা দখল ১০৯

- তালেবানদের সরকার গঠন ১১৩
- নবগঠিত সরকারের তৎপরতা ১১৫
- স্বীকৃতি নিয়ে টালবাহানা ১১৭
- যুক্তরাষ্ট্রের হার স্বীকার ও পরাজয়ের কারণ ১২০
- আফগানিস্তানেও ভিয়েতনাম লজ্জা যুক্তরাষ্ট্রের ১২৩
- মার্কিন ও ব্রিটিশ বাহিনীর গণহত্যা ১২৫
- দোহা শান্তি চুক্তি ১২৫
- তালেবানদের সামনে কঠিন চ্যালেঞ্জ ১২৮
- এবার নতুন যুদ্ধের মুখে আফগান ১৩০
- আফগান সংস্কৃতি আধুনিকতা বিরোধী ১৩৫
- আধুনিক আফগানিস্তানের সম্রাট, আমির ও প্রেসিডেন্টদের তালিকা ১৪২
- তথ্যসূত্র ১৪৪

ছবি ও মানচিত্র

১. আফগানিস্তানের মানচিত্র ১৬
২. হিন্দুকুশ পর্বতমালা ১৮
৩. কাবুল নদী ২০
৪. আমুদরিয়া ২১
৫. মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমি ২৩
৬. আলেকজান্ডার, সেলুকাস, চেঙ্গিস খান, হালাগু খান, তৈমুর লং ও সম্রাট অশোক ২৮
৭. বামিয়ানের বৌদ্ধমূর্তি ২৯
৮. সম্রাট বাবর, নাদির শাহ ও সুলতান মাহমুদ ৩১
৯. আহমেদ শাহ আবদালি ৩৩
১০. দুররানি সাম্রাজ্যের মানচিত্র ৩৪
১১. ডুরান্ড লাইন ও আফগান-রুশ সীমান্ত ৩৮
১২ আমানুল্লাহ খান ৪০
১৩. রাজা জহির শাহ, প্রেসিডেন্ট দাউদ, প্রেসিডেন্ট নূর মুহম্মদ তারাকি, প্রেসিডেন্ট বারবাক কারমাল, প্রেসিডেন্ট হাফিজুল্লাহ আমিন ও প্রেসিডেন্ট নজিবুল্লাহ ৪৯
১৪. বুরহান উদ্দিন রব্বানী, হেকমতিয়ার, আহমেদ শাহ মাসুদ ও মোল্লা ওমর ৭৪
১৫. পাকিস্তানে আফগান মুজাহিদিনদের সামরিক প্রশিক্ষণ শিবির ৭৫
১৬. পাকিস্তানে আফগান উদ্বাস্তুদের শিবির ৭৬

ভৌগলিক অবস্থান, জাতিগোষ্ঠী ও ভাষা

আফগানিস্তান মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়ার মাঝে একটি স্থল বেষ্টিত (ল্যান্ডলক) দেশ। এই দেশের উত্তরে উজবেকিস্তান, উত্তর পূর্বে তাজিকিস্তান ও চীন, উত্তর পশ্চিমে তুর্কমেনিস্তান, পশ্চিমে ইরান এবং পূর্ব ও দক্ষিণে পাকিস্তান। দেশটির আয়তন ৬ লাখ ৫২ হাজার ৮৬৪ বর্গ কিলোমিটার। ২ লাখ ৫২ হাজার ৭২ বর্গমাইল। আয়তনের দিক থেকে ফ্রান্সের থেকে সামান্য বড়। আর মায়ানমারের থেকে একটু ছোট। বিশ্বের ৪১তম বৃহৎ দেশ। পূর্ব-পশ্চিমে এর সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য ১,২৪০ কি.মি. (৭৭০ মাইল)। উত্তর-দক্ষিণে ১,০১৫ কি.মি. (৬৩০ মাইল)।

পাহাড় পর্বতে ঘেরা এ দেশটি প্রতিরক্ষার দিক থেকে অনেকটাই সুরক্ষিত। ভূ-রাজনৈতিক দিক থেকে এটা ভারতবর্ষের প্রবেশদ্বার। এই প্রবেশদ্বার দিয়েই আলেকজান্ডার, চেঙ্গিস খান, তৈমুর লং ভারতে আসেন। প্রাচীনকালে যে সিল্ক রুট দিয়ে আরব, তুর্কি, গ্রিকদের সঙ্গে চীন ও বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষের বাণিজ্য হয়েছে সেই সিল্ক রোড আফগানিস্তানের মধ্য দিয়ে গেছে।

হিন্দুকুশ পর্বতমালা আফগানিস্তানকে ভৌগলিক দিক থেকে তিনভাগে বিভক্ত করেছে। এই ভাগগুলো হচ্ছে– মধ্যভাগের পার্বত্য ভূমি, উত্তরের সমভূমি ও দক্ষিণের মালভূমি।

মধ্যভাগের পার্বত্যভূমি

মধ্যভাগের পার্বত্যভূমি প্রায় ১ লাখ ৬০ হাজার বর্গ কিলোমিটার। এই অঞ্চলের কোথাও গভীর বা সঙ্কীর্ণ উপত্যকা, আবার কোথাও অতি উচ্চ পর্বতশ্রেণি।

হিন্দুকুশ পর্বতমালা

বিখ্যাত খাইবার পাস এই মধ্যভাগেই অবস্থিত। এখানকার আবহাওয়া শুষ্ক। গ্রীষ্মকালে প্রবল তাপদাহ, কখনো কখনো এখানকার তাপমাত্রা ৮০ ডিগ্রি ফারেনহাইটের কাঁটা ছুঁয়ে যায়। আবার শীতকালে তেমনি হাঁড় কাঁপানো শীত। এখানকার ভূমি কোথাও কোথাও মরুভূমির মতো, আবার কোথাও তরাই অঞ্চলের মতো।

দক্ষিণের মালভূমি

এই অঞ্চলে উঁচু নিচু মালভূমি বা বালিময় মরুভূমি। দক্ষিণ পশ্চিমের নদী তীরবর্তী এলাকা ছাড়া এই অঞ্চলের ভূমি অত্যন্ত অনুর্বর। পুরো এলাকার আয়তন ৫০ হাজার বর্গ কিলোমিটার। হেলমান্দ সহ এই এলাকায় দীর্ঘ পথের অনেক নদী আছে। এখানকার গড় উচ্চতা প্রায় ৩ হাজার ফুট। কান্দাহার এই অঞ্চলে অবস্থিত। কান্দাহারের অবস্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সাড়ে তিন হাজার ফুট উঁচুতে। আবহাওয়া শুষ্ক। এখানে প্রায়ই বালু ঝড় বয়ে যায়।

উত্তরের সমভূমি

উত্তর অঞ্চলের এই এলাকার আয়তন ৪০ হাজার বর্গ কিলোমিটার। অঞ্চলটি খুব উর্বর। পর্বতের পাদদেশে এই অঞ্চলের প্রায় সব জমিই চাষযোগ্য। পর্বতের গা ঘেঁষে এই অঞ্চল দিয়ে বয়ে গেছে বিখ্যাত আমু নদী যা আমুদরিয়া নামে বিখ্যাত। এই অঞ্চলের মাটির তলায় প্রাকৃতিক গ্যাস ও খনিজ পদার্থের বিপুল মজুদ রয়েছে।

আফগানিস্তানের প্রায় অর্ধেক এলাকার উচ্চতা সমুদ্র সমতল থেকে ২,০০০ মিটার বা তার চেয়ে উঁচুতে অবস্থিত। ছোট ছোট হিমবাহ ও বছরব্যাপী তুষারক্ষেত্র প্রায়ই পরিলক্ষিত হয়। উত্তর-পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত ৭,৪৯২ মি. (২৪,৫৮০ ফুট) উচ্চতা বিশিষ্ট নওশাক আফগানিস্তানের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ ও সর্বোচ্চ বিন্দু। এটি পাকিস্তানের তিরিচ মির পর্বতশৃঙ্গের একটি নিচু পার্শ্বশাখা। পর্বতটি আফগানিস্তানের উত্তর-পূর্বে হিন্দুকুশ পর্বতমালার অংশ, যেটি আবার পামির মালভূমির দক্ষিণে অবস্থিত। হিন্দুকুশ থেকে অন্যান্য নিচু পর্বতসারি ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়েছে। এদের মধ্যে প্রধান শাখাটি দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রসারিত হয়ে পশ্চিমের ইরান সীমান্ত অবধি চলে গেছে। এই নিচু পর্বতমালাগুলোর মধ্যে রয়েছে- পারোপামিসুস পর্বতমালা, যা উত্তর আফগানিস্তান অতিক্রম করেছে, এবং সফেদ কোহ পর্বতমালা, যা আফগানিস্তান ও পাকিস্তানকে সংযুক্তকারী একটি গুরুত্বপূর্ণ সড়কপথ। অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমিগুলো দেশের দক্ষিণ ও পশ্চিমে অবস্থিত। এদের মধ্যে রয়েছে- উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের হেরাত-ফেরা নিম্নভূমি, দক্ষিণ-পশ্চিমের সিস্তান ও হেলমান্দ নদী অববাহিকা এবং দক্ষিণের রিগেস্তান মরুভূমি। সিস্তান অববাহিকাটি বিশ্বের সবচেয়ে শুষ্ক এলাকার একটি। আফগানিস্তানের সর্বনিম্ন বিন্দু জওজান প্রদেশের আমু নদীর তীরে অবস্থিত, যা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২৫৮ মি. (৮৪৬ ফুট) উচ্চতা বিশিষ্ট।

নদী উপত্যকা ও কিছু ভূগর্ভস্থ পানিবিশিষ্ট নিম্নভূমি ছাড়া অন্য কোথাও কৃষিকাজ হয় না বললেই চলে। মাত্র ১২ শতাংশ এলাকা পশু চারণযোগ্য। দেশটির মাত্র ১ শতাংশ এলাকা বনাঞ্চল, এগুলো মূলত পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব আফগানিস্তানে অবস্থিত। যুদ্ধ ও জ্বালানি সংকটের কারণে বনভূমি দ্রুত বিলীন হয়ে যাচ্ছে।

আফগানিস্তান এত পর্বতময় যে এগুলোর মধ্যকার রাস্তাগুলো দেশটির বাণিজ্য ও বহিরাক্রমণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ৩৩০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে আলেকজান্ডার কুশান পাসের ভেতর দিয়ে এসে দেশটি আক্রমণ করেন এবং খাইবার পাস দিয়ে বেরিয়ে ভারত আক্রমণ করেন। এই একই পথ ধরে মোগল সম্রাট জহির উদ্দিন মুহম্মদ বাবর ১৫'শ শতকে এসে আফগানিস্তান ও ভারত দুই-ই করায়ত্ত করেন।

জলবায়ু

আফগানিস্তানের অধিকাংশ এলাকাতেই অধঃ-সুমেরুদেশীয় পার্বত্য জলবায়ু বিদ্যমান। এখানে শীতকাল শুষ্ক। নিম্নভূমিতে জলবায়ু ঊষর ও অর্ধ-ঊষর।

পর্বতগুলোতে ও পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী কিছু উপত্যকায় মৌসুমী বায়ু নিরক্ষদেশীয় সামুদ্রিক ভেজা বহন করে নিয়ে আসে। আফগানিস্তানে মূলত দুইটি ঋতু। গ্রীষ্মকাল ও শীতকাল। উত্তরের উপত্যকায় গ্রীষ্মে ৪৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে। শীতকালের মাঝামাঝি সময়ে হিন্দুকুশ ও আশেপাশের ২,০০০ মিটার উচ্চতাবিশিষ্ট অঞ্চলে তাপমাত্রা ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে যায়। অন্যান্য উঁচু এলাকায় উচ্চতাভেদে তাপমাত্রার তারতম্য ঘটে।

এমনকি একই দিনে তাপমাত্রার ব্যাপক তারতম্য ঘটতে পারে। বরফজমা ভোর থেকে দুপুরে ৩৫ ডিগ্রি তাপমাত্রা ওঠা বিচিত্র নয়। অক্টোবর ও এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে বৃষ্টিপাত হয়। মরুভূমি এলাকায় বছরে ৪ ইঞ্চিরও কম বৃষ্টি পড়ে। অন্যদিকে পর্বত এলাকায় বছরে জলপাতের পরিমাণ ৪০ ইঞ্চিরও বেশি, তবে এর বেশির ভাগই তুষারপাত। পশ্চিমের হাওয়া মাঝে মাঝে বিরাট ধূলিঝড়ের সৃষ্টি করে, আর সূর্যের উত্তাপে স্থানীয় ঘূর্ণিবায়ু ওঠাও সাধারণ ঘটনা।

কাবুল নদী

নদী ও জলাশয়

আফগানিস্তানের বেশির ভাগ নদীর উৎপত্তি পার্বত্য জলধারা থেকে। দীর্ঘস্থায়ী শুষ্ক মৌসুমে বেশির ভাগ নদী শীর্ণ ধারায় প্রবাহিত হয়। বসন্তে পর্বতের বরফ গলা শুরু হলে এগুলোতে পানিপ্রবাহ বৃদ্ধি পায়। বেশির ভাগ নদীই হ্রদ, জলাভূমি কিংবা